স্টুডেন্টস হেলথ হোমের ৭৩ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনে

২ সেপ্টেম্বর মহাজাতি সদন চলো

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্যাস পুষ্ট হয়ে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে পশ্চিমবাংলায় গড়ে ওঠে স্বাবলম্বী ছাত্র স্বাস্থ্য আন্দোলন স্টুডেন্টস হেলথ হোম। ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে তার ধারাবাহিক অগ্রগতি ঘটে এবং ছাত্রছাত্রীদের সুস্বাস্থ্য অর্জন ও রক্ষায় হোম উত্তরোত্তর বর্ধিত দায়িত্ব পালন করে চলে, যার স্বীকৃতি মেলে ১৯৬২ সালে চালু হওয়া সরকারি সাহায্যে। শাখায় শাখায় পল্লবিত হেলথ হোম কিছুটা অপ্রত্যাশিত ভাবে ২০১১-১২ অর্থ বর্ষের পর ভিন্নতর সঙ্কটের মুখোমুখি হয়। অকস্মাৎ সরকারি অর্থ সাহায্য প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এবং রাজ্য জুড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে সদস্য সংগ্রহে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। সর্বোপরি করোনা কালে শিক্ষাঙ্গনগুলি দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় এই মহতি প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্বই প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড়িয়ে যায়। ২০১১-১২ সালে ২৩ লক্ষ সদস্যপদ ছিল, ২০২০-২১ সালে তা নেমে আসে মাত্র ২ লক্ষে।

তারপর ঘুরে দাঁড়ানোর পালা। করোনা কালে ইয়াস ঝড়ের পরে সুন্দরবন জুড়ে ত্রাণকার্যে স্টুডেন্টস হেলথ হোম দরদি চিকিৎসক ও শিক্ষকদের ব্যাপক অংশগ্রহণ এই আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবনে অনুঘটকের কাজ করে। অগ্রসেনানী সেইসব চিকিৎসক, শিক্ষক ও সংগঠকদের অদম্য জেদ ও অক্লান্ত শ্রমের বিনিময়ে নতুন নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলতে থাকে। সেই ঢেউয়ের ধাক্কায় রাজ্য জুড়ে হেলথ হোমের শুভানুধ্যায়ী এবং সংগঠকদের মধ্যেও নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনার জোয়ার আসে। করোনা ক্লান্ত জনজীবনে কোথাও "আনন্দ ভোজ", কোথাও "চলো ছাত্রছাত্রীদের বাড়ি চলো", কোথাও "চা বাগানের পাশে দাঁড়াও", কোথাও "খাদ্য সাথে পুষ্টি", কোথাও "খোলো দুয়ার, কোভিড যোদ্ধাদের জন্য" প্রভৃতি স্বতঃস্ফূর্ত কর্মসূচির সফল রূপায়ণ সমাজে সমাদৃত হয়। প্রত্যয় জাগে দরদিদের মধ্যে যে এই ঐতিহ্যকে রক্ষা করা সম্ভব। আবার বাড়তে থাকে হেলথ হোমের সদস্য সংগ্রহ। ২০ -২১-এ ২ লক্ষ থেকে ২১-২২-এ হয় ৫ লক্ষ, ২২ - ২৩-এ ৭ লক্ষ এবং ২৩-২৪-এ বেড়ে হয় ৮.১৪ লক্ষ।

এবার প্রকৃত স্বনির্ভরতার খোঁজে শুরু হয়ছে পথ খোঁজা। ফলে দীর্ঘ এক দশক পর হোমের মূল কেন্দ্রে শুধু ছাত্র হাসপাতালটির আরও সুসংবদ্ধ পুনরুজ্জীবন ঘটেনি, শুরু হয়ছে নায্য মূল্যে, সর্বসাধারণের জন্য, সাধ্যের মধ্যে, সাধ্যাতীত চিকিৎসা পরিসেবাও। লক্ষ্য, সাধারণের চিকিৎসালব্ধ অর্থে সদস্য ছাত্রছাত্রীদের শাশ্বত পরিসেবাগুলি অব্যাহত রাখা, সম্ভব হলে তা ক্রম প্রসারিত করা। হচ্ছেও তাই। আধুনিক অপারেশন থিয়েটার, গণসংগ্রহে কেনা নতুন আলট্রাসনোগ্রাফি - ইকোকার্ডিওগ্রাফি - ডপলার মেশিন, ডিজিটাল এক্সরে, ECG, EEG, PFT, বহুবিধ প্যাথোলজি পরীক্ষা এবং ICU পরিসেবা সমন্বয়ে মৌলালি মোড়ে স্টুডেন্টস হেলথ হোমের ছয়তলা বাড়িটি এখন দিন রাতের একটি সহজলভ্য ভরসার হাসপাতাল। মুনাফাসর্বস্ব স্বাস্থ্য ব্যবসার বিপরীতে একটি উদীয়মান বিকল্পের নাম এখন স্টুডেন্টস হেলথ হোম। অসংখ্য দরদির ঐকান্তিক সহায়তায় এবং ভর্তি হওয়া রোগীর আত্মীয় স্বজনের প্রশংসা ও প্রচারে হেলথ হোমের প্রতি মানুষের আস্থাও ক্রম বর্ধমান। এভাবেই যদি আগামীতে চলতে থাকে তবে ছাত্রছাত্রীদের চিকিৎসা পরিসেবা অব্যাহত রাখার জন্য স্টুডেন্টস হেলথ হোমকে আর কারও মুখাপেক্ষী থাকতে হবে না।

কিন্তু স্বাস্থ্য মানে তো শুধু চিকিৎসা নয়। চাই রোগ প্রতিরোধ। তাই হোমের বহুবিধ রোগ প্রতিরোধী কর্মসূচির জন্য, তার বার্তা প্রতিটি ছাত্রের ঘরে পৌঁছে দেবার জন্য চাই আরও অর্থ। আর চাই সাম্প্রদায়িক বা জাতপাতের হানাহানি মুক্ত এবং অনৈতিক ধনদৌলত সংগ্রহের হানাহানি মুক্ত এক সমাজ যেখানে আগামী প্রজন্ম শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে সুস্থ হয়ে বেড়ে উঠবে। তাই -

- **ছাত্রছাত্রীদের সুস্বাস্থ্যের লক্ষ্যে বিদ্বেষহীন শান্তির আহ্বানে**
- **এ বিশ্বের পরিবেশকে "শিশুর বাসযোগ্য" করতে প্রচলিত ব্যবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে**
- **হোমের বার্ষিক সরকারি অনুদান বছরে ২ কোটি টাকা করার আবেদনে এবং**
- **স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে স্টুডেন্টস হেলথ হোম হাসপাতালের প্রচারে**

জনমত গঠন করতে আসুন আমরা নিজেরা স্বাক্ষর করি, বহু মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করি এবং আগামী ২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ বেলা ঠিক ১.৩০-এ কলকাতার মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিতব্য স্টুডেন্টস হেলথ হোমের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনের সভা সফল করতে বিপুল ভাবে সমবেত হই।

ধন্যবাদান্তে,

স্টুডেন্টস হেলথ হোম কার্যকরী সমিতি

স্টুডেন্টস হেলথ হোমের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক ডাঃ পবিত্র গোস্বামী কর্তৃক ১৪২/২, এ জে সি বোস রোড, কলকাতা -১৪ থেকে প্রকাশিত এবং পান প্রিন্টার্স, কলকাতা -৬ থেকে মুদ্রিত।